তারিখ: 21 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সংবাদ

প্রাথমিক শিক্ষায় জনবল সংকট নিরসন করুন

পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের নজরদারি ও তদারকি কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলোর মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে যথাযথ তদারকি ও নজরদারির অভাবে। দেশের বেশিরভাগ উপজেলাতেই সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদে লোকবল কম। কোথাও কোথাও অর্ধেকের বেশি পদ খালি রয়েছে। এ নিয়ে গত বুধবার সহযোগী দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়, দেশে মূলত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে স্কুল পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করা হয়। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা ক্লাস্টারভিত্তিক এসব স্কুল পরিদর্শন করে থাকেন। কিন্তু এ নজরদারি ব্যাহত হচ্ছে পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে। একজন কর্মকর্তার একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে সেটি বছরও ঘুরে যায়। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলাগুলোয় পর্যাপ্তসংখ্যাক লোকবল না থাকায় অনেক সময় একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে একাধিক ক্লাস্টারের দায়িত্ব দেয়া হয়। ফলে অধিকাংশ স্কুলই নিয়মিত নজরদারির বাইরে থেকে যায়।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতের অবস্থা এমনিতেই অসন্তোষজনক। প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষক সংকটসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রায় সময়ই দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় তীব্র শিক্ষক সংকটের খবর আসে। সেই সঙ্গে জরাজীর্ণ ভবন, অবকাঠামো সংকট এবং খোলা আকাশের নিচে পাঠদানসহ অন্যান্য সমস্যা তো রয়েছেই। এর ওপর রয়েছে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অভাব। অথচ এরা প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা।

সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাজ হলো একটি বিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা। কিন্তু সেই পদটিই যদি শূন্য থাকে তাহলে সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়বে স্বাভাবিকভাবেই। একটি বিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ পদে পর্যাপ্ত জনবল না থাকলে বিদ্যালয়ে কোন শৃঙ্খলা থাকে না। শিক্ষকরা সময়মতো আসছেন কিনা, শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার, অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংরক্ষণসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, এটা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনের বিকল্প নেই। অথচ বেশিরভাগ উপজেলাতেই পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কাজগুলো করা হচ্ছে না।

স্কুলের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য দেশের যতগুলো উপজেলায় সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য আছে সেগুলো পূরণ করতে হবে। পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের নজরদারি ও তদারকি কার্যক্রম ব্যাহত হোক, সেটা কখনোই কাম্য নয়। তাই পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকবল নিয়োগ দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে নজরদারি বাড়াতে হবে।